যুগান্তর

NOV. 15 2001

পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

রাতের আধারে শিক্ষকরা ভিসির চেয়ার ও ছাত্ররা হল দখল করছে

পেশাজীবী ও নাগরিক সমাবেশে অভিমত

যুগান্তর রিপোর্ট

পেশাজীবী ও নাগরিক সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, যারা কারচুপি, সন্ত্রাস ও নীলনকশার মাধ্যমে গোটা দেশটাই দখল করে নিয়েছে, তারা রাতের অন্ধকারে ভিসির চেয়ার দখল করে নেবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তারা বলেন, যে শিক্ষকরা সন্ত্রাসী কায়দায় রাতের বেলায় ভিসির চেয়ার দখল করে তারা ছাত্রদের হল দখল ঠেকাতে পারবে না। তারা বলেন, সিনেট নির্বাচিত ভিসিদের ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মোতাবেক নিয়োগ দেয়া হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের অপসারণ করা হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজ অ্যাক্ট প্রয়োগ করে। গতকাল

অন্ধকারে : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

অন্ধকারে :

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসিদের অগণতান্ত্রিক পন্থায় অপসারণের প্রতিবাদে পেশাজীবী ও নাগরিক সমাবেশে বক্তারা একথা বলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অপসারিত ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত ভিসি অধ্যাপক আবদুল বায়েস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক সাহাদত আলী, বিএফইউজের সভাপতি ও বজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ আহমেদ, সিনেট সদস্য মুক্তিযোদ্ধা ইসমত কাদির গামা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আহমেদ রেজা, সাংবাদিক শফিকুর রহমান, প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, বিএমএ নেতা ডা. জামাল উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ভিসি পদের সম্মান, গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি এই অগণতান্ত্রিক অপসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চান। তিনি বলেন, সিনেটের সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ায় ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দিলেন, আবার সেই রাষ্ট্রপতিই একশ' বছরের পুরাতন ঔপনিবেশিক আমলের ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজ অ্যাক্ট প্রয়োগ করে অপসারণ করলেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র চর্চায় সহনশীল ও নির্বাচিতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

অধ্যাপক আবদুল বায়েস বলেন, রাতের আঁধারে শিক্ষকরা ভিসির চেয়ার দখল করছে আর ছাত্ররা দখল করছে হল। এ অবস্থায় দখলদার ভিসিদের পক্ষে সন্ত্রাস দমন বা হল দখল রোধ করা সম্ভব নয়।

ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, যারা কারচুপি, ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাস করে গোটা দেশই দখল করে নিয়েছে তাদের লোকেরা রাতের আঁধারে ভিসির চেয়ার ও হল দখল করে নেবে এটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। তিনি বলেন, কৃত কর্মকাণ্ডের জন্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানকে দেশের মানুষ বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করবে।